দৈনিক সংবাদ

MAR. 21 [illegible]

তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

পঞ্চতন্ত্র

নকলের ধকল, হাজারী বাহিনীর স্কুল পুড়িয়ে দেয়া ও চণ্ডাল বালিকার গল্প

চিররঞ্জন সরকার

হাজারীকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করা হলে আখেরে ক্ষমতাসীন দলের জন্যই লাভ হবে। তিনি বিরোধীদের যোগ্যতার সাথে দমন করতে পারবেন। সংসদ বর্জনের অপরাধে প্রয়োজনে সংসদ ভবনকেও জ্বালিয়ে দিতে পারেন। তার মনমতো না হলে যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবেন। তিনি সামান্য একজন এমপি হয়েও হিটলারের মতো স্বৈরনায়কে পরিণত হতে পেরেছেন। যা খুশি তাই করার ক্ষমতা অর্জন করেছেন। প্রশাসন তার আজ্ঞাবহ। দল তার অনুসারী। তার ওপর কোন নেতা নেই। ওপরে আল্লাহ নিচে জয়নাল হাজারী। মাঝে অন্য কোন শক্তি নেই। তিনি কখনো বুলডোজার, কখনো দাবানল। তার ইশারায় ফেনী অঞ্চলে যে কারোর গর্দান থেকে মাথাটা খসে পড়তে পারে। হাজারী না চাইলে সম্ভবত ঈশ্বরও কাউকে বাঁচাতে পারেন না। সে দিক থেকে তিনি ঈশ্বরেরও প্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা চাই এমন মহামহিম লোকটিকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বানিয়ে দেয়া হোক।

যন্ত্রণা ছাড়া প্রেম, মিথ্যাচার ছাড়া রাজনীতি আর নকল ছাড়া পরীক্ষা যেন বর্তমানে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারাদেশে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা আর নকল চলছে। শুধুমাত্র ইংরেজি দুই পত্রের পরীক্ষাতেই ১২ হাজারের বেশি পরীক্ষার্থী নকল করার দায়ে বহিষ্কৃত হয়েছে। নকলে সহায়তা করার অভিযোগে সারাদেশে অর্ধশতাধিক শিক্ষকের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের কাছে পরীক্ষা মানেই হচ্ছে নকলের মহোৎসব। এ উৎসবে বাধা প্রদান করাটা মোটেও সংবিধানসম্মত নয়। এই প্রচেষ্টা অবশ্যই মানবাধিকারবিরোধী। কেন বাবা, ছেলেপুলেরা নকল করেছে তো হয়েছেটা কি? এ জন্য বহিষ্কার করার প্রয়োজনীয়তাই বা দেখা দিচ্ছে কেন?

নকলবিরোধী অভিযান সাধু প্রচেষ্টা নয় মোটেই। ছাত্ররা নকল করবে না তো কি করবে? আসল আর নকলের মানদণ্ডই বা কি? নোট মুখস্থ করে লিখলে নকল হয় না, বই দেখে লিখলেই নকল? আসলে নকলের সর্বজনগ্রাহ্য কোন সংজ্ঞা নেই। আর যা নেই তা নিয়েই যত ঝামেলা। দেখে দেখে টুকলে কিভাবে নকল হয় সেটা বোঝা মুশকিল। ব্যবহারিক পরীক্ষার সময় ব্যাঙ, ফুল, পেঁয়াজ ইত্যাদি দেখে দেখেই নাম লিখতে হয়। কই সেটাকে তো নকল বলা হয় না? নকল করেই তো অনেক কিছু শিখতে হয়ে। যারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন তারা তাদের ওস্তাদকে হুবহু নকল করেন দীর্ঘ সময়– প্রায় ১০ বছর ধরে। ভরতনাট্যম শিখতে গেলে মীনাক্ষী সুন্দরমের নৃত্য অনুকরণ করতে হয় ততোধিককাল। ভাল গয়না নির্মাতা হতে হলে শিষ্যকে একটানা স্যাকরা গুরুর কাজের নকল করে যেতে হয়; সন্তানকে বাবারা 'আব্বু আব্বু' বলে ডাকে যেন সে নকলবাগীশ হয়ে আব্বু ডাক শেখে। কাজেই নকল করা অন্যায় নয়, বরং নকল করতে না দেয়াই অন্যায়।

বর্তমান যুগ আদতে নকলের যুগ। নকল ছাড়া কেউ নেই, কিছু নেই। নকলের জোরেই টিকে থাকা, বড় হওয়া, ঠাটবাট সবকিছু। আসল দিয়ে বর্তমান জমানায় কে কতদূর আর যেতে পেরেছে?

এখন নকল জ্ঞানেই জ্ঞানী। নকল নীতিতেই নেতা। নকল টাকাতেই (কালো টাকা) ধনী। নকল রূপেই রূপসী। আমাদের জরিনা কুলসুমদের বিউটি পার্লার থেকে সাজিয়ে গুজিয়ে দেখুন, কী রকম নায়িকাদের মতো ঝলমলে দেখায়। এই যে ঢাকা শহরে কত শত উর্বশীর সমারোহ তার কতজনের রূপ আসল? আসল দিয়ে মনহরণ হয় না। প্রাণ ভরে না। আকর্ষণীয় বানানো যায় না। তাই নকল চাই।

কতদূর পড়াশোনা– তা এখন কেউ জিজ্ঞেস করে না। কি পাস– এটাই সবাই জানতে চায়। তাই পাস চাই, সার্টিফিকেট চাই। বুদ্ধিমান মাছ যেমন টোপ গেলে না, বুদ্ধিমান ছেলেরাও লেখাপড়া করে না। তারা পাস করার চেষ্টা করে। লেখাপড়া করে কোন লাভ নেই। শিক্ষা-বিদ্যা-জ্ঞান মানুষকে বিনয়ী-মার্জিত-ভদ্র করে তোলে আর মার্জিত ভদ্র-বিনয়ী লোকেরা সমাজের বোঝা। দেশের আবর্জনা। তারা জীবনের কোন ক্ষেত্রে সফল হতে পারে না। নিজেরা দুর্ভোগ পোহায়। পরিবারের জন্য অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়। শিক্ষা-রাজনীতি-অর্থনীতি-প্রশাসন — সবখানে দুর্বিনীত অশিষ্টদের জয়জয়কার। নিষ্কর্মা ব্যক্তিরাই কেবল জ্ঞানের আরাধনা করে। ধান্ধাবাজি করে কত তাড়াতাড়ি ওপরে ওঠা যায় সে পথের সন্ধানই [illegible] জন্য জরুরি নয়। এখন প্রয়োজন একশভাগ নকলের উপযোগী ক্ষুদ্র সাইজের 'সিওর সাকসেস', 'টাচ এন্ড পাস' প্রভৃতি আকর্ষণীয় সব 'জাদু-বিদ্যা'র বই—যা সহজে ব্যবহার করা যায়। চাহিদা এবং যোগানের অপূর্ব সমন্বয়ের যুগ বর্তমানে। চাহিদামতো জিনিস পাওয়া যাবে। আর জিনিস অনুযায়ী চাহিদা তৈরি হবে।

হে নকলবাজ বন্ধুরা তোমরা হতাশ হইও না। তোমরা সফল হবেই। মনে রাখবে ফেইলর ইজ দি কি অফ সাকসেস। ফেল করা ছেলে পাস করা ছেলের চেয়ে ভাল প্রাইভেট টিউটর হয়। এই নকলময় পৃথিবীতে নকলের বিজয়গাথা রচিত হবেই হবে। নকলের ধকল সয়ে তবেই আমরা শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হবো।

****

নকল করতে বাধা দেয়ায় ফরিদপুর সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি ও ছাত্রলীগ নেতা তাওফিক হোসেনের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা গত রোববার কলেজে হামলা চালিয়ে শিক্ষক ও পরীক্ষার্থীদের মারধর করে হল থেকে বের করে দেয়। ফলে কলেজের ১৯৯৮ সালের মাস্টার্স শেষ পর্বের সকাল ও বিকেলের মোট ১৪টি বিষয়ের পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়ে যায়। সকাল সোয়া ১০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত সন্ত্রাসীরা কলেজে পাঁচ দফা হামলা করে গুলিবর্ষণ, বোমাবাজি ও ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। সন্ত্রাসীরা এ সময় কাটা রাইফেলের বাঁট দিয়ে শিক্ষকদের প্রহার করে। নকলে বাধাদানকারী এক শিক্ষককে লুকিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে হয়।

ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা সঠিক কাজটিই করেছেন। নকলের অধিকার অবাধ ও নিষ্কণ্টক করতে তারা রাইফেল, বোমা হাতে নেমে পড়েছেন। নকল করার সুযোগ দেয়া হবে না-- এটা কি মগের মুল্লুক? দেশে কি প্রতিবাদী ছাত্র, ছাত্র প্রতিনিধিরা মরে গেছে? না মরেনি। তাই ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্রলীগ নেতারা নকলের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়েছেন। নকলে বাধাদানকারী শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ছেড়েছেন। এটাও নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নেরই অংশ। বঙ্গবন্ধুর সৈনিকরা যা কিছু করেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্যই করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করছেন। মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছেন। রাজেন্দ্র কলেজের ভিপি ছাত্রলীগ নেতা এখন নকলের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য 'ভীষণ যুদ্ধে' অবতীর্ণ হয়েছেন; এ যুদ্ধে তিনি অবশ্যই জয়লাভ করবেন। কেননা সাধারণ ছাত্ররা তার পক্ষেই রয়েছে। শক্তি-সমর্থন-ইচ্ছে সবই যদি থাকে তাহলে বিজয় অনিবার্য। অচিরেই দেশে নকলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়।

আমরা অতীতেও বলেছি, আবারও বলছি নকলের সুযোগ হচ্ছে বর্তমানের ছাত্রছাত্রীদের প্রাণের দাবি। মানুষের প্রাণের দাবিকে কখনো চাপা দিয়ে রাখা যায় না। নকল বন্ধের উদ্যোগ প্রবল হচ্ছে ও সহানুভূতির কাছে মার খাচ্ছে। কাজেই নকল বন্ধের উদ্যোগ নয় বরং নকলের পূর্ণ বিকাশের কর্মসূচি প্রয়োজন। শিক্ষাঙ্গনে নকলের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া দরকার। রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্রলীগ নেতাদের কর্মকাণ্ড এ ব্যাপারে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে। ছাত্রলীগসহ দেশের অপরাপর ছাত্র সংগঠনগুলো নকলের অধিকার প্রতিষ্ঠায় একযোগে ভূমিকা পালন করতে পারে। যেখানেই পরীক্ষা সেখানেই নকল, আর নকলে বাধা প্রদান মানেই গুলি-বোমা-সন্ত্রাস— এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে পথ চলতে পারে। তাদের শ্লোগান হতে পারে— নকল আমার অধিকার, এই অধিকার সবাই চাই। আমার নকল আমি করব, যেভাবে খুশি সেভাবে করব। মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ— সবার উচিত নকলের ব্যাপারে উপযুক্ত সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য উদ্যোগী হওয়া। এরপরও সরকার যদি নকল বন্ধ করতে চায় তাহলে অবিলম্বে দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে চিরতরে বন্ধ করার ঘোষণা দিতে হবে। অথবা পরীক্ষা বা পাস-ফেল তুলে দিতে হবে। ডোবা থাকলে কচুরিপানা হবেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পরীক্ষা থাকলে নকল চলবেই। বাধা দিলে শুধু শুধু লড়াই বাধবে। আর যে ঘটনা ঠেকানোর মুরোদ নেই তা মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা সবাই বুদ্ধিমানই হতে চাই নয় কি?

****

রঙভরা বঙ্গদেশে আমরা আছি বেশ। বিচিত্র সব ঘটনা ঘটছে। যা উচিত নয়, যা [illegible] কোন দেশে সম্ভব নয়, যা ঘটার কথা চিন্তাও করা যায় না তাই ঘটছে। ওঝাকে দংশন করছে সাপে। পুরোহিত আক্রান্ত হচ্ছেন পাপে। একটি দৈনিকে প্রকাশিত একদিনের তিনটি খবরের দিকে লক্ষ্য করুন ঃ

ক. কুষ্টিয়ায় রোগিনীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ ঃ ডাক্তার জেলহাজতে

চিকিৎসার জন্য আসা রোগিনীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে কুষ্টিয়ার সাবেক সিভিল সার্জন ডা. মোশাররফ হোসেনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। শুক্রবার [illegible] পুলিশ তাকে কোর্টে চালান দিলে [illegible] নির্দেশে জেলহাজতে পাঠানো হয়। এ [illegible] থানায় নারী নির্যাতন আইনে মামলা হয়েছে।

খ. সরিষাবাড়িতে ছাত্রলীগের ডাকে হরতাল

জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটি ভেঙে দেয়ার প্রতিবাদে সাবেক কমিটির নেতৃবৃন্দের ডাকে শুক্রবার অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়েছে। ছাত্রলীগের জামালপুর জেলা আহ্বায়ক কমিটি গত ২৩শে ফেব্রুয়ারি পুরাতন [illegible] ভেঙে নয়া আহ্বায়ক কমিটি গঠন করলে [illegible] ছাত্রনেতারা এ হরতালের ডাক দেয়।

গ. পাবনায় দারোগার হোন্ডা ছিনতাই

এবার দারোগার মোটর সাইকেল ছিনতাই হয়েছে। পাবনা-নগরবাড়ি মহাসড়কে গত বৃহস্পতিবার রাতে সাঁথিয়া থানার এসআই মোনায়েম হোসেনের মোটর সাইকেলটি ছিনতাই হয়ে যায়। যে দেশে ডাক্তারের দ্বারা রোগিনী [illegible] কমিটি ভেঙে দেয়ার কারণে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন হরতাল আহ্বান করে, দারোগার হোন্ডা ছিনতাই হয় তেমন 'সোনার' দেশ বঙ্গের দেশ, সুখের দেশ জগতে আর দ্বিতীয়টি আছে বলে মনে হয় না। যে কবি লিখেছিলেন ঃ 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'— সেই কবির চরণ জপতে ইচ্ছে হয়। সত্যি, আমাদের দেশ পৃথিবীর অন্য যেকোন দেশের চেয়ে সেরা। যারা 'এ দেশের কোন ভবিষ্যৎ নেই' বলে বিদেশে পাড়ি জমাতে চান তারা স্রেফ আহাম্মক। তারা এদেশের রূপ-রস-মধুর সন্ধান পায়নি। তাদের জন্য বড় করুণা হয়।

****

ফেনীতে 'হাজারী বাহিনী' আবারও একটি কিন্ডার গার্টেন স্কুলে অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার গভীর রাতে দাগনভূঁইয়া উপজেলার সেকান্দারপুর গ্রামে। প্রায় ১০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এমজিবি কিন্ডার গার্টেন স্কুলে শুক্রবার রাতে একদল সন্ত্রাসী পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করে। গ্রামবাসী এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা গুলি ও বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যায়। সেমিপাকা ভবনের এই স্কুলটিতে ৮টি শ্রেণীতে প্রায় ৪শ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করত। অগ্নিকাণ্ডে কাগজপত্রসহ স্কুলের যাবতীয় আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

দাগনভূঁইয়া থানা বিএনপির সভাপতি দেলোয়ার হোসেন ও তার পরিজনের অর্থায়নে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা বিএনপির কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ [illegible] ক্ষিপ্ত হয়ে জয়নাল হাজারী তার [illegible] ক্যাডার কমিটির সন্ত্রাসীদের দিয়ে [illegible] দিয়েছে বলে অভিযোগ। উল্লেখ্য [illegible] ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দাওয়াত না পেয়ে ফেনী [illegible] আসনের সরকার দলীয় এমপি জয়নাল হাজারী ক্ষিপ্ত হয়ে তার বাহিনী দিয়ে একই মাত্রায় গত ১৪ই জানুয়ারি সুলতানা মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের নির্মাণাধীন ভবন গুঁড়িয়ে দেন। গত ৪ বছরে শুধু দাগনভূঁইয়া উপজেলার ৪টিসহ জেলার মোট ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনার সাথে হাজারী বাহিনীর জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। জয়নাল হাজারী সত্যিই বাপের ব্যাটা। তিনি সামান্য একজন এমপি হয়েও হিটলারের মতো স্বৈরনায়কে পরিণত হতে পেরেছেন। যা খুশি তাই করার ক্ষমতা অর্জন করেছেন। প্রশাসন তার আজ্ঞাবহ। দল তার অনুসারী। তার ওপর কোন নেতা নেই। ওপরে আল্লাহ নিচে জয়নাল হাজারী। মাঝে অন্য কোন শক্তি নেই। তিনি কখনো বুলডোজার, কখনো দাবানল। তার ইশারায় ফেনী অঞ্চলে যে কারোর গর্দান থেকে মাথাটা খসে পড়তে পারে। হাজারী না চাইলে সম্ভবত ঈশ্বরও কাউকে বাঁচাতে পারেন না। সে দিক থেকে তিনি ঈশ্বরেরও প্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা চাই এমন মহামহিম লোকটিকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বানিয়ে দেয়া হোক। তার হুমকিতেই নাকি সাম্প্রতিক পার্বত্য চট্টগ্রামের [illegible] সমস্যার সমাধান হয়েছে। অর্থাৎ তিনি [illegible] মন্ত্রী না হলেও অত্যন্ত ক্ষমতাবান। আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ পেলে নিশ্চয়ই এই ক্ষমতা আরো কয়েক গুণ বেড়ে যাবে।

হাজারীকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করা হলে আখেরে ক্ষমতাসীন দলের জন্যই লাভ হবে। তিনি বিরোধীদের যোগ্যতার সাথে দমন করতে পারবেন। সংসদ বর্জনের অপরাধে [illegible] সংসদ ভবনকেও জ্বালিয়ে দিতে পারেন। [illegible] মনমতো না হলে যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবেন। [illegible] ক্ষমতাসীনদের [illegible] 'টাইট' দেয়া [illegible] ক্ষমতা একমাত্র জয়নাল [illegible] উচ্ছৃঙ্খলের দেশে [illegible] স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর কে হতে পারে?

চণ্ডাল পরিবারের [illegible] রূপসী আর [illegible] চোখের দৃষ্টি; কিন্তু [illegible] সে, তাকেই [illegible] যে [illegible] কেই শ্রেষ্ঠ। এমন [illegible] দেশের রাজা— [illegible] কেউ নেই। রাজা আসছেন [illegible] সুন্দরী সেজেগুজে রাজপথে এসে দাঁড়ালো [illegible] শরীরব্যাপী তখন অস্থির [illegible] অভিসারিণী যেন দাঁড়িয়ে [illegible] প্রতীক্ষায়। রাজা আসলেন [illegible] চারদিকে তার লোক [illegible] প্রহরী। নাগরিকেরা সন্ত্রস্ত। চণ্ডালের মেয়ে [illegible] দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার ধ্যানের [illegible] মানুষ রাজার দিকে।

এদিকে এক সন্ন্যাসীকে আসতে দেখে রাজা সঙ্গে সঙ্গে হাতি থেকে নিচে নেমে তার পা জড়িয়ে ধরে তাকে প্রণাম করেন। চণ্ডালের মেয়ের মনে হলো স্বয়ং রাজা যাকে প্রণাম করছেন না জানি তিনি কত বড়। মন স্থির করে ফেলল সে— [illegible] সন্ন্যাসীকে অনুসরণ করে মেয়েটি।

সন্ন্যাসী এগিয়ে চলেছেন আর সাথে সাথে এগিয়ে চলেছে সেই মেয়ে। পরিত্যক্ত এক দেব দেউলে প্রবেশ করলেন সেই সন্ন্যাসী। মন্দিরে রয়েছে কালো পাথরের এক শিবলিঙ্গ। সন্ন্যাসী প্রণাম করলেন সেই শিবলিঙ্গ। তারপর মন্দির ত্যাগ করে চলে গেলেন। মেয়েটি ভাবল [illegible] বিগ্রহকেই বিয়ে করবে সে— কেননা রাজার [illegible] সেই সন্ন্যাসীও যখন সেই শিবকে প্রণাম করেছেন তখন তিনিই শ্রেষ্ঠ। সে যখন শিবকে বিয়ে করবে বলে মনঃস্থির করে ফেলেছে এমন সময় একটা কুকুর এসে মন্দিরে ঢুকল আর শিবলিঙ্গের ওপর অপকর্ম করল। ব্যাস আর যায় কোথায়। সেই সুন্দরী কুকুরটিকেই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করল। অতএব নির্দ্বিধায় তাকে বিয়ে করবে সে। আর কুকুরটা এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে এলো সেই চণ্ডালের বাড়ির কাছে। মেয়েটির প্রতিবেশী এক যুবকের পায়ের কাছে কুকুরটি ঘুর ঘুর করতে লাগল। তাই না দেখে সেই রূপসী তরুণী চণ্ডাল যুবকটিকেই পতিত্বে বরণ করল শেষ পর্যন্ত।

আমাদের অদৃষ্টও যেন সেই চণ্ডাল তরুণীর মতো ঘুরে ফিরে সেই 'চির চেনা যুবকের' পায়ের তলাতেই আশ্রয়প্রার্থী। আমাদের চারদিকে জগদ্দল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে চিরচেনা জামাত, জাতীয় পার্টি ও বিএনপি চক্র। এর বাইরে রয়েছে প্রত্যাশা পূরণে অক্ষম ও ব্যর্থ আওয়ামী লীগ। আমরা কার পদতলে আমাদের প্রত্যাশার অর্ঘ